দৈনিক ইনকিলাব

054

তারিখ 13 NOV 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ...

উপজেলা পরিক্রমা

বেতাগী

।। ইকবাল বাহার সিদ্দিকী-পান্না ।।

ইতিহাসের পাতায় বেতাগীর নাম প্রথম লেখা হয় সম্ভবতঃ ১৮৭২ সালের পর। সপ্তদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে মগ জলদস্যুদের অত্যাচারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

'নেয়ামত শাহ' নামে একজন দরবেশ বেতাগী উপজেলার ১নং বিবিচিনি ইউনিয়নে ধর্ম প্রচারের জন্য অবস্থান করেন এবং যুবরাজ সুজা দরবেশের অনুরোধে একটি ঐতিহাসিক মসজিদ তৈরী করেন। ঐতিহাসিক কীর্তি হিসাবে সমগ্র বেতাগী উপজেলায় এ মসজিদটিই এখনো নীরব সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

বরগুনা জেলার অর্ন্তগত বেতাগী একটি উপজেলা। বেতাগীর উত্তরে বাকেরগঞ্জ, দক্ষিণে বরগুনা, পূর্বে বাকেরগঞ্জ ও মির্জাগঞ্জ এবং পশ্চিমে বিষখালী নদী। ৬৪ বর্গমাইল এ উপজেলায় ৭টি ইউনিয়ন, ৫৯টি গ্রাম এবং লোকসংখ্যা ১ লাখ ১০ হাজার ৭শ' ৩৬ জন।

যোগাযোগ

প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা নৌকা ও লঞ্চ। জেলা শহর ও রাজধানীর সঙ্গে বেতাগীর একমাত্র যাতায়াত ব্যবস্থা মোটরলঞ্চ। যাত্রীর তুলনায় লঞ্চের সংখ্যা আশানুরূপ যেমন নয় তেমনি এসব যানবাহন নিরাপদও নয়।

উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী অপেক্ষার পরও পটুয়াখালী সদরের সাথে বেতাগী (ভায়া মির্জাগঞ্জ) সড়কটি আজও অচল অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া বরিশাল হতে বরগুনা পর্যন্ত মহা সড়কটি বাস চলাচলের উপযোগী করা হবে— এ আশ্বাসের পর আজও সড়কে ইট বিছানো পর্যন্ত হয়নি।

শিক্ষা

মানুষ তথা সমাজ গঠনের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে শিক্ষার প্রসার ঘটানো। লক্ষাধিক জনসংখ্যার বেতাগী উপজেলায় রয়েছে মাত্র ১টি কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৮টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৯টি, মোট মাদ্রাসা ৫৬টি ও পাবলিক লাইব্রেরী ১টি। শিক্ষিতের হার ৩৪·৯%।

কৃষি

কৃষি উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মহলের দীর্ঘদিন ধরে গালভরা কথা শুনলেও এলাকার কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেনি। কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষকদের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী যে সমস্ত কৃষি ঋণ দেয়া হয় তা প্রকৃত চাষীরা পাচ্ছে না। 'পার্সেন্টিস' না দিয়ে ঋণ গ্রহণ করতে পারছেন না কেউ— এ অভিযোগ এলাকাবাসীর। উপজেলায় মোট কৃষি জমির পরিমাণ ৩৭·৮৬৭ একর, মোট ব্যাংক ৯টি এবং খাদ্যগুদাম ৪টি।

স্বাস্থ্য

উপজেলা সদরে শুধু একটি হাসপাতাল আছে। সেখানে চিকিৎসার কোন আধুনিক সরঞ্জাম নেই। যে পরিমাণ ওষুধ সরকারীভাবে হাসপাতালে সরবরাহ করা হয় সেগুলোর উপরও ডাক্তার সাহেবদের সেন দৃষ্টি পড়ায় রোগীরা বঞ্চিত হচ্ছেন বিনামূল্যে ওষুধ প্রাপ্তি থেকে। তাই অধিক মূল্য দিয়ে রোগীদের ডাক্তারের নির্ধারিত ফার্মেসী থেকে ওষুধ কিনতে হয়। ৬টি ইউনিয়নে নামেমাত্র ৬টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক আছে।

কুটির শিল্প

সরকারের নয়া শিল্পনীতিতে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসারের ব্যাপক কর্মসূচী রয়েছে কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন ও আর্থিব প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে যথার্থ ভূমিক পালন করছেন না। তাছাড়া পল্লী অঞ্চলে শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সমস্যা রয়েছে। উপজেলা সদর বিদ্যুতায়িত হলেও আজ পর্যন্ত বাজারের রাস্তায় কোন বাতি দেয়া হয়নি। বাজারের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও কলেজেও এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়নি।

অন্যান্য ঃ মসজিদ ৭৬৩টি, মন্দির ৪৪টি, গীর্জা ১টি, পোস্ট অফিস ১৫টি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ১টি, সাইক্লোন সেন্টার ২টি, লঞ্চঘাট ১০টি, সড়ক কাঁচা ৬৩ মাইল, পাকা ৪ মাইল।